রাজকুমার
রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহদেব
ও
গৌরেন্দ্রপ্রতাপ সিংহদেবের
প্রযোজনায়
চিত্রবাণীর
মহাকাল
DEY-STUDIO.

কয়েকটি আগামী সুচিত্র !

নিউ থিয়েটার্সে'র

অঞ্জনগড়

সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' অবলম্বনে
পরিচালনা : বিমল রায়
শ্রেঃ সুনন্দা. দেবী মুখোপাধ্যায়

ডি লুক্স পিকচার্সে'র

সমর্পণ

পরিচালনা : নির্ম্মল তালুকদার
সুর-সৃষ্টি : রবীন চট্টোপাধ্যায়
শ্রেঃ অনুভা, পূর্ণিমা, জহর, নরেশ মিত্র, কমল মিত্র

এম পি, প্রোডাকসন্সের

অনির্ব্বাণ

পরিচালনা : সৌমেন মুখোপাধ্যায়
সুর-সৃষ্টি : রবীন চট্টোপাধ্যায়
শ্রেঃ কানন, ছায়া, ছবি বিশ্বাস, জহর, নরেশ মিত্র, কৃষ্ণ চন্দ্র দে

শ্রীসুধীর দাসের প্রযোজনায়

বাঁকা লেখা

কাহিনী : মণি বর্দ্ধন
পরিচালনা : চিত্ত বসু
সুর-সৃষ্টি : রবীন চট্টোঃ
শ্রেঃ শ্রীমতী কানন, জহর, কমল, বিপিন, মীরা

একমাত্র পরিবেশক
ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটর্স
৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গল্পাংশ

অনেক দিন আগেকার কথা। এই দেশেরই কোন এক জায়গায়···চৈত্র-সংক্রান্তিতে মহাকালের মন্দিরে গম্ভীরা উৎসবের দিন···নগরে মস্ত মেলা বসেছে। লোক এসেছে নানা দেশ থেকে, নানা দিক থেকে। তাদের মধ্যে একদল বেদেও এসেছে—

দরিদ্র বিধবা শান্তি একমাত্র মেয়ে কৃষ্ণাকে নিয়ে এসেছিল মহাকালের মন্দিরে ঠাকুর দেখতে। ফেরার পথে মেয়েটিকে নিয়ে সে গেল বেদে-বুড়ির কাছে—মেয়ের ভাগ্য গণনা করাতে। কৃষ্ণার রূপ দেখে বুড়ি তো উচ্ছসিত হয়ে উঠলো···মেয়ের ভবিষ্যতের যে রঙ্গিন ছবি সে শান্তির চোখের সামনে এঁকে ধরলো তাতে অভিভূত হয়ে শান্তি এলো চলে। ঠিক তার পর মুহূর্ত্তেই বেদে-বুড়ির সঙ্গে দলের সর্দ্দার বড় রাজার সঙ্গে যেন চোখে চোখে কি কথা হয়ে গেল।···সন্ধ্যার পর বড় রাজাকে দেখা গেল শান্তির বাড়ীর সামনে ঘোরাফেরা করতে...বাড়ী এসে কৃষ্ণা ক্ষিদেয় কাঁদতে সুরু করেছিল····দুধ আনতে—শান্তি এল গঞ্জের দোকানে।···

দুধ নিয়ে ফিরে এসে শান্তি দেখলো ঘরে কৃষ্ণা নেই···তার বদলে বিছানার ওপর পড়ে আছে কদাকার একটা মাংস পিণ্ড—পুঁটুলিতে জড়ান। ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো শান্তি। প্রতিবেশিনীরা পরামর্শ দিলে—মেরে ফেল, জলে ভাসিয়ে দে' ...

শান্তির মনে সন্দেহ জাগলো। তবে কি বেদেরা···?

শান্তি ছুটে এলো মেলা-তলায়।...

বেদের দল তখন তাদের ডেরা-ডাণ্ডা গুটিয়ে অন্য কোথায় চলে গেছে। মহাকাল মন্দিরের প্রধান পুরোহিত শিষ্যদের নিয়ে স্নানে চলেছিলেন। মন্দির থেকে বা'র হ'বার পথে পুঁটুলী-বাঁধা সেই কদাকার শিশুটি তাদের কোলে পড়লো। প্রধান পুরোহিতের নির্দ্দেশে তাঁর প্রিয় শিষ্য নীলকণ্ঠ তাকে আশ্রয় দিল মন্দিরে।...

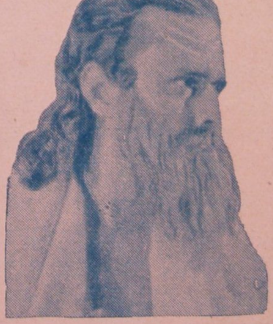

কৃষ্ণা মানুষ হতে লাগলো বেদের দলে,··· বেদেরা নাম দিল মেঘ-মালা। পরিচয়হীন পরিত্যক্ত সেই শিশুটি মানুষ হ'তে লাগলো মহাকালের মন্দিরে। কদাকার, কুব্জ বলে নাম হলো কর্কট···

কেটে গেল পনের বছর।...

চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে আবার মেলা বসেছে—অসংখ্য মানুষের ভিড় হয়েছে মন্দির

প্রাঙ্গণে এবং প্রাঙ্গণের বাইরে....

বেদের দলে বড় রাজা, মেজ রাজা, ছোট রাজা....সবাই এসেছে, সঙ্গে এসেছে মেঘ-মালা... নাচের ছন্দে মুগ্ধ করছে নারী পুরুষ সকলকে। সৈন্যাধ্যক্ষ অনিরুদ্ধ মুগ্ধ হলো তাকে দেখে,....প্রৌঢ় সন্যাসী নীলকণ্ঠ...সেও যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল মুহূর্ত্তের জন্য...চোখ দুটো ছুরির ফলার মতো জ্বলে উঠলো বুঝিএকবার!

মন্দিরে সন্ধ্যারতি শেষ হয়েছে—ভিড় আর নেই। মেঘমালা মন্দির দেখতে এসেছিল—নীলকণ্ঠর চোখ দুটো তাকে দেখে যেন আবার জ্বলে উঠলো। মালাকে সঙ্গে করে বাড়ী পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করলে নীলকণ্ঠ..মালা রাজী হ'ল না।

মালা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নীলকণ্ঠ ডাকলে কর্কটকে। কর্কট মন্দিরে ঘণ্টা বাজায়, নির্ব্বিচারে আশ্রয়দাতা প্রভুর আদেশ পালন করে। নীলকণ্ঠ কর্কটকে ইঙ্গিত করলে মালাকে অনুসন্ধান করবার জন্যে। নীলকণ্ঠ নিজে রইলো তার পিছনে।

মালা পথের মধ্যে আক্রান্তা হলো: ভাগ্যহীন, ভবঘুরে এক কবি চলেছিল সেই পথ দিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে। মালাকে সে বাঁচাবার চেষ্টা করলো কর্কটের আক্রমণ থেকে, কিন্তু পারলো না। মালার আর্ত্তকণ্ঠ পৌঁছল সেনাপতি অনিরুদ্ধর কানে। সে কয়েকজন সৈনিকের সাহায্যে মালাকে উদ্ধার করলে কর্কটের কবল থেকে।

এদিকে কবি ঘুরতে ঘুরতে বেদেদের আস্তানায় ঢুকে বিপদে পড়লো। অচেনা, অজানা লোক, বেদের দলে ঢোকার নিয়ম নেই। বড় রাজা তার ফাঁসির হুকুম দিলে—যদি না দলের কোন মেয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়। মালা এসে সে যাত্রায় কবির প্রাণ বাঁচাল কবিকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে।

কবি রয়ে গেল সেই বেদের দলে।

নারীহরণের চেষ্টা করার অপরাধে কর্কটের বেত্রদণ্ডের আদেশ হলো—প্রকাশ্য স্থানে। বেত্রাঘাতের পর কর্কটের হাত-পা শিকলের সঙ্গে বেঁধে তাকে ফেলে রাখা হলো প্রচণ্ড রোদের মধ্যে। দারুণ পিপাসায় কর্কট চীৎকার করতে লাগলো...কেউ এক ফোঁটা জল দিলে না। জল দিলে শেষে মালা... যাকে হরণ করার অপরাধে কর্কটের এই দুর্গতি! কৃতজ্ঞতায় লজ্জায়...কর্কটের চোখে জল এলো।

মালা কবির প্রাণ বাঁচিয়েছিল নিছক কৃতজ্ঞতার খাতিরে...তার মন পড়েছিল—পথের ধারে, সেই গাছতলায়...যেখানে অনিরুদ্ধ এসে তাকে উদ্ধার করেছিল কর্কটের হাত থেকে! বাঞ্ছিত সেই পুরুষটির সঙ্গে মালার দেখা হয়ে গেল দৈবক্রমে—অনিরুদ্ধরই পরিচিত একটি মেয়ে—হৈমবতীর বাড়ীতে গান গাইতে গিয়ে' অনিরুদ্ধও যেন মনে মনে মালাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল...

পথে বেড়িয়ে তারা স্থির করে নিলে তাদের অভিসারের লগ্ন—পূর্ণিমার রাতে...নদীর ধারে...

কথাটা কানে গেল সন্ন্যাসী নীলকণ্ঠর। চোখ দুটো বুঝি আর একবার জ্বলে উঠলো—

তারপর...সেই পূর্ণিমার রাতে...নিভৃত-মিলনের আনন্দে দুটিহৃদয়ের পাত্র যখন পূর্ণ হয়ে উঠেছে—ঠিক সেই সময়...

ছোড়া বিঁধলো অনিরুদ্ধর পিঠে...

কালো কাপড়ে ঢাকা এক সন্ন্যাসীর ছায়া মূর্ত্তিকে মুহূর্ত্তের জন্যে সেখানে দেখা গেল বটে....কিন্তু সেনাপতি অনিরুদ্ধকে হত্যার চেষ্টা করায় ধরা পড়লো বেদেনী মালা।

কারাগারে মালা তার দুর্ভাগ্যের দিন গুণছিল...গভীর রাত্রে নীলকণ্ঠ এসে উপস্থিত হলো সেখানে। ভয়, প্রলোভন, অনুনয়.... নানা ভাবে নীলকণ্ঠ চেষ্টা করলো মালার হৃদয় জয় করবার....ফল হলো না। বিচার সভায় নীলকণ্ঠই আন্‌লো মালার বিরুদ্ধে কঠোরতম অভিযোগ....মালার প্রতি প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হলো...

মালা ফাঁসির মঞ্চে...নির্ব্বোধ জনতার কুৎসিত উল্লাসে চারিদিকে যেন ফেটে পড়ছে....মহাকালের মন্দির থেকে কদাকার, কুব্জ একটা লোক শুধু চেয়ে দেখছে মালার দিকে....মালা তাকে জল দিয়েছিল....সে কি তার কোন উপকার করতে পারবে না?...

জল্লাদ ফাঁসির দড়ি টানাবার আগেই কর্কট লাফিয়ে পড়ে ফাঁসির মঞ্চ থেকে মালাকে তুলে নিয়ে গেল একেবারে মন্দিরের মধ্যে...

নীলকণ্ঠ দেখলে সর্ব্বনাশ...তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে তারি আশ্রিত কর্কটের জন্যে

কবির সাহায্যে মালাকে মন্দির থেকে বাইরে নিয়ে যাবার একটা ফন্দি আঁটলে নীলকণ্ঠ.... সে কৌশলও ব্যর্থ হলো। কবি গিয়ে খবর দিল বেদের দলে। অনিরুদ্ধও খবর পেয়ে ছুটলো রাজার কাছে...নিয়ে এলো মালার মুক্তির আদেশ...নীলকণ্ঠ সে আদেশ অগ্রাহ্য করলে

রাত্রে বেদের দল মন্দির আক্রমণ করলো।

মন্দিরের মধ্যে কুঁজো কর্কট তখন নীলকণ্ঠর শয়তানী ধরে ফেলেছে। নীলকণ্ঠকে সে মালার কাছে যেতে দেবে না....কিছুতেই না.. বেদের দল এবং অনিরুদ্ধর সৈন্য সামন্ত যখন দ্বার ভেঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করলো তখন নীলকণ্ঠের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে সোপানের উপর আর কর্কটের প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়েছে মন্দিরের বিরাট ঘণ্টার গায়ে...

(১)

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং
চারুচন্দ্রাবতংসং—
রত্নকল্পো উজ্জ্বলাঙ্গং পরশুবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগনৈ ব্যাঘ্রাকৃত্তিবসনং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

(২)

আমরা বেদের দল—
চলতি পথে গহিন্ রাতে যাই বাজিয়ে মাদল।
পথ আমাদের দেশরে ভাই পথ আমাদের ঘর
বাঁচন মরণ সবই মোদের পথের ধূলার পর
পথের মাটী সোনা খাঁটি ঝর্ণাতলীর জল—
আমরা বেদের দল।
আমরা বুঝিগো বাঁধিব না ঘর অভিশাপ
বিধাতার—
কবে কে করেছিল কোন অপরাধ তাই চলেছি
বহিয়া ভার!
দুনিয়া মোদের চায়নিকো ভাই থাক্ দুনিয়া দূরে।
জীবন বীণা বাজিয়ে যাব খুনখুনরোবা সুরে।
কল্‌জে ভাঙ্গা সরাব রাঙ্গা অঙ্গে নামায় ঢল—
আমরা বেদের দল।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

(৩)

পরীদের জলসায় চাঁদনীরাতের বাঁশী বাজলো
সুন্দরী ফুল সাজে সাজলো।
আজ সুন্দর ঐ বুঝি আসে পিয়া মিলন পিয়াসে
মনের গোলাপ তাই বনের গোলাপ হ'য়ে
রাঙ্গলো।
তনুমনে ঝরে আজ আবেশের ঝর্ণা
দোলে নীলাম্বরী দোলে চাঁপারং ওড়্‌না।
আজি আধো গাথা মিলন মালায়
বাসরের স্বপ্ন জড়ায়

হিয়ার সায়রে আজ সে কোন্ চাঁদের দোলা
লাগলো—
সুন্দরী ফুল সাজে সাজলো।

প্রণব রায়।

(৪)

কে গো আমার মনের বনে মোর কামনার ফুল
তুমি কি তা জানো ?
(কার) কথার সুরে উঠ্‌লো গেয়ে
মোর গানেরি বুল্‌বুল ?
(কার) আঁখির চাওয়ায় ওঠ্‌লো হেসে মোর।
আকাশে চাঁদ
উঠ্‌লো জেগে এক নিমেষে লক্ষ যুগের সাধ।
কে যে দোলায় আমার প্রাণে পদ্মদিঘীর কূল—
তুমি কি তা জানো ?
আমি সারাজীবন একলা কাহার স্বপ্ন দেখেছি
ইন্দ্রধনুর রং দিয়ে কার ছবি এঁকেছি।
আমি কারে দিলাম তারার মালা চৈতি
চাঁদের দুল
তুমি কি তা জানো ?
কে যে আমার শূন্য বনে শত ফাগুন আনে
কে যে আমার মনের মতন মনই তা জানে
(তাই) চোখে যদি ভুল হয় গো
হয় না মনের ভুল—
তুমি কি তা জানো ?

প্রণব রায়।

(৫)

এ জীবনে সুখ যেন রঙীন কুয়াসা
সহসা মিলায়ে যায়, না মিটিতে আশা
(হায়) সুখের স্বপন (শুধু) মরীচিকা সে
(আমি) ভাসি আঁখিনীরে (আর) নিয়তি হাসে,
(মোর) কাঁটাবন একদিন উঠেছিল দুলে
ভাবিনু ফাগুন বুঝি এলো পথ ভুলে
(হায়) উদাসী দখিনা (ফিরে) গেল হতাশে।
এবার হলোনা গাঁথা জীবনের মালা
অধরের কাছে এসে টুটিল পেয়ালা
(মোর) আকাশ কুসুম আজ মিলালো আকাশে

প্রণব রায়

রাজকুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ দেব ও
রাজকুমার গৌরেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ দেবের
প্রযোজনায়

চিত্রবাণীর

মহাকাল

তত্ত্বাবধান : নীরেন লাহিড়ী

পরিচালনা — ধীরেশ ঘোষ

কাহিনী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সংলাপ — পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

গীতিকার — প্রণব রায় ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সুরশিল্পী : গোপেন মল্লিক

-- কর্ম্মীবৃন্দ —

চিত্রশিল্পী	— সুহৃদ ঘোষ	শব্দ-যন্ত্রী	— সত্যেন ঘোষ
সম্পাদনা	— কালি রাহা	ব্যবস্থাপক	— শ্যাম লাহা
শিল্পনির্দ্দেশক	— সুনীল সরকার	রূপসজ্জাকর	— প্রণানন্দ গোস্বামী
রাসায়নিক	— ধীরেন দাসগুপ্ত	পরিচ্ছদ কল্পনা	— বিজয় বোস
স্থিরচিত্র	— সত্য সান্যাল	নৃত্য-শিল্পী	— প্রহ্লাদ দাস

—: সহকারীগণ :—

পরিচালনায়	— বিষ্ণু বর্দ্ধন, সলিল সেন, শিশির চক্রবর্ত্তী	শিল্পনির্দ্দেশে	— মণিময় ব্যানার্জ্জি
চিত্রশিল্পে	— অজয় মিত্র, শান্তি গুহ, বিজয় দে	রসায়নাগারে	— শম্ভু সাহা, সামান্ত রায়, অমূল্য দাস, নবীন চ্যাটার্জ্জি সরল চ্যাটার্জ্জি
শব্দযন্ত্রে	— সুশীল বিশ্বাস	ব্যবস্থাপনায়	— বলাই বসাক, রবি ঘোস, কমল চক্রবর্ত্তী
সুরশিল্পে	— পবিত্র চট্টোপাধ্যায়		
সম্পাদনায়	— বীরেন চক্র, তারাপদ ঘোষ	রূপসজ্জায়	— সুধীর দত্ত, রামু

— অভিনয়ে —

শ্যাম লাহা, নীলিমা দাস, নীতিশ মুখার্জ্জী, কৃষ্ণধন, অপর্ণা
কানু বন্দ্যোঃ, অমিতা সেন, প্রীতি মজুমদার
ধীরাজ দাস, বনানী সোম, নৃপতি চ্যাটার্জ্জী, সুবল দত্ত, বেচু
প্রসাদ, রুরুক, গোপাল, পঞ্চানন, সরলাবালা, বুবু।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত।

পরিবেশক : ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স।

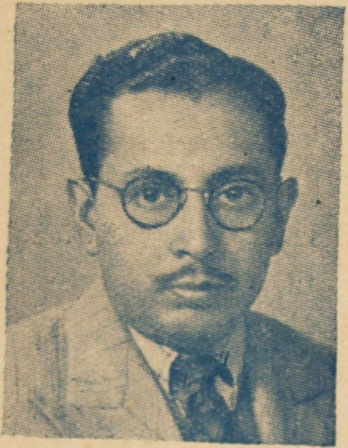

COMING SHORTLY!

A GRAND MYTHOLOGICAL HIT

revealing Orissa's Great Past

LALITA

in Oriya & Hindi

Raj Kumar
G. D. Sing Dev (Tiki)'s
maiden offer

LALITA

With an all-Oriya Cast!

Based on
the famous story of
Kavichandra Kalicharan Patnaik,
Orissa's eminent dramatist

Printed by G. C. Roy at JUVENILE ART PRESS, 86, Bowbazar Street and published by Ranesh Chandra Chakraborty from De Luxe Film Distributors, 87, Dhurumtala Street, Calcutta.